মহেশপুরে ভারতের দখলে থাকা কোদলা নদীর ভূমি উদ্ধার করলো বিজিবি

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশী কোদলা নদী ভারতের কবল থেকে উদ্ধার করেছে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি। এতোদিন কোদলা নদীর বাংলাদেশ সীমান্তের পাঁচ কিলোমিটার ভারতের বিএসএফ দখল করে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে।

গত সোমবার সন্ধ্যায় ৫৮ বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজিবি সুত্রে জানা গেছে, কোদালিয়া নদী বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে মহেশপুরের মাটিলা এলাকায় ৪.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চিহ্নিত করেছে।

১৯৬১ সালে প্রনীত বাংলাদেশ-ভারত (স্টীপ ম্যাপ সীট নম্বর-৫১) মানচিত্র অনুসারে কোদলা নদীর উল্লেখিত ৪.৮ কিলোমিটার নদী সম্পুর্ণ বাংলাদেশ সীমান্তের শুন্য রেখার অভ্যন্তরে অবস্থিত। মহেশপুরের যাদবপুর ইউনিয়নের মাটিলা গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য মহিউদ্দীন জানান, এক সময় এই নদী থেকে প্রচুর মাছ আহরণ করা হতো। স্বাধীনতার পর কোদালিয়া নদী পাড়ের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে বাংলাদেশের দেশের আরো অভ্যন্তরে বসবাস শুরু করলে কোদলা নদীর বাংলাদেশ অংশটুকু ভারতের বিএসএফ দখল করে নেয় এবং সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে কৃষকরা মাঠে চাষাবাদ ও নদীতে মাছ ধরতে যেতে পারতো না। তিনি আরো জানান, নদীর বাংলাদেশ অংশে গেলেই বিএসএফ বাধা প্রদান করতো।

এতে নদীটি ব্যবহার করা নিয়ে মাটিলা গ্রামের মানুষের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত রক্ষি বিএসএফ’র সাথে বাদানুবাদ হতো। সম্প্রতি কোদালিয়া নদীর প্রকৃত মালিকানা সংক্রান্ত এই বিষয়টি ৫৮ বিজিবির নজরে আসলে বিজিবি প্রথমে বিভিন্ন নথিপত্র, স্থানীয় প্রশাসন ও মানচিত্র থেকে নদীটির প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত করে বিএসএফ’র অবৈধ আধিপত্য বিস্তারের বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ৫৮ বিজিবি সদস্যরা সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে কোদলিয়া নদী নিজেদের আয়াত্বে আনতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে বিজিবি সদস্যরা প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি

এলাকার জন্য যন্ত্রচালিত বোট এবং নদীর পাড়ে দ্রুত টহলের জন্য অল ট্যারেইন ভেহিক্যেল (এটিভি) বরাদ্দ করা হয়েছে। এদিকে ভারতের কবল থেকে ৫ কিলোমিটার নদী উদ্ধারের পর সোমবার দুপুরে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শাহ মোঃ আজিজুস সহিদ স্থানীয় জনগরে সঙ্গে মতবিনিময় করেন। স্থানীয় জনসাধারণ এসময বিজিবিকে অবহিত করেন বর্তমানে কোদালিয়া নদীতে নির্বিঘ্নে তারা যেতে পারছেন।

এদিকে নদী উদ্ধারে বিজিবিকে সহায়তার জন্য বিজিবি কর্মকর্তারা জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানান এবং নদীর প্রকৃত অবস্থান এবং মালিকানা সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে অবগত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। সেই সাথে নদীর বাংলাদেশ অংশে প্রয়োজনীয় সেচ এবং চাষাবাদ জারি রাখার জন্য গ্রামবাসিকে বিজিব অনুরোধ করেন। এক্ষেত্রে কখনও কোন ধরণের বাধার সৃষ্টি হলে তা সাথে সাথে বিজিবিকে অবহিত করতেও গ্রামবাসির প্রতি বিজিবি সদস্যরা অনুরোধ করেন।

কলা বিক্রির টাকায় অক্সিজেন, অনুদানের টাকায় হয় বেতন

নানামুখী সমস্যা নিয়েও শিশুদের সেবা দিয়ে চলেছে ঝিনাইদহের ২৫ শয্যার সরকারি শিশু হাসপাতালটি। অর্থের অভাবে হাসপাতাল চত্বরে আবাদ করা কলা বিক্রির টাকা ও অনুদানে চলে চিকিৎসাসেবা। সরকারি উল্লেখযোগ্য কোনো বরাদ্দ না থাকায় চিকিৎসা সেবায় প্রয়োজনীয় যেকোনো জিনিসও কিনতে হয় অনুদানের টাকায়।

সরকারি এ শিশু হাসপাতালটিতে প্রতিদিন গড়ে ৬০ জনের বেশি রোগী চিকিৎসা নিয়ে থাকে। হাসপাতালে চিকিৎসকের পদ আছে ৫টি। আছেন ৩ জন। ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, রেডিওগ্রাফি, প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও স্টোরকিপারের পদও খালি। এছাড়া ২১ জন নার্স পদের বিপরীতে আছেন ১৭ জন। তবে এমএলএসএস, ওয়ার্ড বয়, আয়া, মালি, নিরাপত্তাপ্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কোনো পদই নেই। তারপরও এসব পদে যে ক’জন আছেন

তাদের বেতন হয় অনুদানের টাকায়।

কিছু ব্যবসায়ী, কয়েকজন চিকিৎসক এবং ডা. আলী হাসান ফরিদের একাধিক বন্ধুর সহায়তায় শয্যা, যন্ত্রপাতি ও জনবল দিয়ে চলছে হাসপাতালটি। ঝিনাইদহের জাহেদি ফাউন্ডেশন নিয়মিত সহায়তা করে। এছাড়া ১৫ জন হৃদয়বান ব্যক্তি কিছু সহায়তা দেন। এরপরও হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের অক্সিজেন ও ওষুধের যে চাহিদা তার অর্ধেকও বরাদ্দ নেই সরকারের।

২০০৫ সালের ৭ মে ঝিনাইদহ জেলা শহরের টার্মিনাল এলাকায় ২৫ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি এ শিশু হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। রাজনৈতিক বেড়াজালে আটকে বছরের পর বছর বন্ধ থাকে হাসপাতালটি। নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে ২০২১ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে হাসপাতালটি তার সেবা কার্যক্রম শুরু করে। হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উদ্বোধনের পর হাসপাতালে কোনো সরঞ্জাম না থাকায় কনসালট্যান্ট আলী হাসান ফরিদ তার বাসা থেকে ব্যক্তিগত কম্পিউটার নিয়ে আসেন। ওই কম্পিউটার হাসপাতালের কাজে ব্যবহার করেন এবং শিশুদের চিকিৎসা ও মায়েদের পরামর্শ দেন। এভাবে আস্তে আস্তে হাসপাতালটি আশপাশের এলাকার মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করেছে। মানুষ এখন এ হাসপাতালের চিকিৎসাসেবায় আস্থাও রাখেন। কিন্তু সিভিল সার্জনের কার্যালয় বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হাসপাতালটির ওপর কোনো নজর নেই। যে কারণে হাসপাতালের কর্মকর্তারা বারবার অনুরোধ করেও জনবল, যন্ত্রপাতি ও অর্থসহায়তা পান না।

সরেজমিন শিশু হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে, প্রথমে বড় একটি প্রবেশ গেট। ভেতরে প্রবেশ করলে চারপাশে নানা ধরনের ফুলের বাগান। এর সামনে লাল ইটের দোতলা ভবন। হাসপাতাল চত্বরটি খুবই পরিপাটি করে সাজানো। ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা গেলো, পর্যাপ্ত শয্যা আছে। শয্যাগুলোর গায়ে লেখা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম সেগুলো যারা দান করেছেন।

ঝিনাইদহ সদরের নতুনবাড়ি এলাকা থেকে আসা হীরা খাতুন বলেন, এ হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়। আমার বড় ছেলে এখান থেকে সুস্থ হয়েছে। এখন ছোট ছেলে অসুস্থ, তাই এখানে এসেছি। ডাক্তার কিছু পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাইরে থেকে পরীক্ষা করে ডাক্তারকে দেখাতে দুই দিন দেরি হয়ে গেলো।

কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে আসা নাসিমা বেগম বলেন, আমার ১৬ মাসের সন্তানের শ্বাসকষ্ট হলে প্রথম উপজেলা হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এখানে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এখানে এসে সন্তান অনেকটা ভালো আছে। হাসপাতালটি খুবই সুন্দর, সেবার মানও ভালো।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন পর চালু হলেও নানা সংকট রয়েছে হাসপাতালটিতে। নেই পরীক্ষা- নীরিক্ষার জন্য কোনো ল্যাব। যে কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পরও বাড়তি টাকা খরচ করে বাইরে থেকে পরীক্ষা করাতে হচ্ছে। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি বাড়তি টাকা খরচ হচ্ছে। তাই দ্রুত হাসপাতালটিতে পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য ল্যাব চালু করার দাবি রোগীর স্বজনদের।

কনসালট্যান্ট আলী হাসান ফরিদ বলেন, হাসপাতালে নানা সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসা শিশুদের জন্য বছরজুড়ে কৃত্রিম অক্সিজেনের দরকার হয়। এতে বছরে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার অক্সিজেন লাগে। সরকারের কাছ থেকে সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা পাওয়া যায়। হাসপাতালে পড়ে থাকা তিন বিঘার মতো জমিতে কলা চাষ করা হয়। কলা বিক্রি করে গত বছর আশি হাজার টাকার অক্সিজেন কেনা হয়েছে। এবছরও তাই করতে হবে। এছাড়া হাসপাতালে রাতের নিরাপত্তার জন্য লাইট ও অন্যান্য জিনিসপত্র কলা বিক্রির টাকা দিয়েই কিনতে হয়। এছাড়া ওষুধ, অক্সিজেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে হয় মানুষের অনুদানের টাকায়। জনবল ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য সিভিল সার্জন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখায় অনেকবার আবেদন জানিয়েছি, কিন্তু কাজ হয়নি।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, হাসপাতালটিতে সাধারণত রোগী থাকে ৬০ থেকে ৭০ জন। আর ছোট বাচ্চাগুলোর সবারই অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। আমাদের শিশু হাসপাতালে সরকার থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় তা যথার্থ না। ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে জনবলের যে সংকট সে বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রতি মাসেই আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি। বড় কোনো নিয়োগ না হলে হয়ত ডাক্তারের সংকট সমাধান করা যাবে না। হাসপাতালটিতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার সংকট ও সরঞ্জামাদি সংকটের সমাধান করার দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

ঝিনাইদহ জেলায় মানহীন বীজে লোকসানে কৃষক

ঝিনাইদহে মানহীন বীজ বিক্রি করে কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণা করে যাচ্ছে বীজ বিক্রেতারা। তাদের নেই আমদানিকৃত বীজের সঙ্গনিরোধ সনদ ও কোম্পানী কর্তৃক বিক্রয় অনুমোদনপত্র। জেলাব্যাপী সিন্ডিকেট তৈরী করে কৃষকদের মাঝে চক্রটি মানহীন বীজ ছড়িয়ে দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আর এই বীজ কিনে শত শত কৃষক পথে বসেছেন। ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, জেলার বিএডিসি অনুমোদিত বীজ বিক্রয় প্রতিনিধি (ডিলার) রয়েছে ১৪২ জন। এরমধ্যে সদর উপজেলায় ৩১ জন, কালীগঞ্জে ৩০ জন। এছাড়া কোটচাঁদপুরে ১৪, মহেশপুরে ২৯, শৈলকুপা ২৯ ও হরিণাকুন্ডু উপজেলায় ৯ জন ডিলার।

অন্যদিকে জেলায় বীজ প্রত্যয়ন অথরিটি (এসসিএ) অনুমোদিত ডিলার রয়েছেন মাত্র ৫৮ জন। অথচ সারা জেলায় প্রায় সাড়ে তিন’শ বীজের দোকান রয়েছে। তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত বীজ দেদারছে দোকানে বিক্রি করলেও তাদের নেই বীজ বিক্রির অনুমতিপত্র। এ ছাড়া দেশের নামিদামি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আমদানিকৃত ভুট্টা, সরিষা, আলু, পেঁয়াজ, শীতকালীন সবজির বীজ নিয়েও চলছে শুভঙ্করের ফাঁকি। আমদানিকৃত বীজের কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে পারেনি বীজ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলো। সেই সাথে আমদানিকৃত বীজের সঙ্গনিরোধ সনদ ও কম্পানী কর্তৃক বিক্রয় অনুমোদনপত্র নিয়েও বড়সড় কারসাজির চিত্র ফুটে উঠেছে মাঠ পর্যায়ে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, জেলা শহরের মদিনা বীজ ভান্ডার, ঝিনাইদহ নার্সারি ও বীজ ভান্ডার, রামিম বীজ ভান্ডার, মহিদ বীজ ভান্ডার, হাসান বীজ ভান্ডার, মদিনা বীজ ভান্ডারসহ জেলার বিএডিসি ও এসসিএ অনুমোদিত ডিলারদের প্রতিষ্ঠানে গিয়েও কোম্পানীর বিক্রয় অনুমোদন সনদ পাওয়া যায়নি। সেখানে নেই এলসিকৃত বীজের সঙ্গনিরোধ ও কোয়ারেন্টাইন সনদসহ পোর্টের ইনভয়েস। এসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ও আমদানিকৃত বীজ রোপন করে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন জেলার হাজারো কৃষক।

সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের চন্ডিপুর বাজারের কামাল ট্রেডার্স, মিথিলা ট্রেডার্স, ভাই ভাই ট্রেডার্স, ভুঁইয়া ট্রেডার্স ও রায়হান ট্রেডার্স থেকে ভুট্টার বীজ কিনে ওই এলাকার কৃষকরা প্রতারিত হয়েছেন বলে অভিযোগ।

মির্জাপুর গ্রামের ভুট্টা চাষী সেলিম অভিযোগ করে জানান, দোকানীদের চটকদার কথার আশ্বাসে বীজ কিনে তারা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। শ’ শ’ হেক্টর জমিতে ভুট্টার অঙ্কুরোদগম হয়নি। কোটচাঁদপুর উপজেলা মোড়ের টিটোন বীজ ভান্ডার, পোষ্ট অফিস মোড়ের মুকুল বীজ ভান্ডার, হাসপাতাল মোড়ের বাবুল বীজ ভান্ডার, কালীবাড়ি সড়কের সলেমান বীজ ভান্ডারের বিরুদ্ধেও মানহীন ও অননুমোদিত বীজ বিক্রির গুরুত্বর অভিযোগ উঠেছে।

মানহীন ও অননুমোদিত বীজ বিক্রির পাশাপাশি আমদানিকৃত বীজের কোয়ারেন্টাইন সনদ ও সঙ্গনিরোধ সনদ না থাকা সত্বেও মহেশপুরের পোষ্ট অফিস মোড়ের আমান বীজ ভান্ডার, বিসমিল্লাহ বীজ ভান্ডার, দুলারী হল পট্টির ভাই ভাই বীজ ভান্ডার ও উপজেলা চত্বর সংলগ্ন রহমান বীজ ভান্ডারের বিরুদ্ধে দেদারছে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অসাধু এসব বীজ ব্যবসায়ীরা প্রভাব খাটিয়ে লাগামহীন ব্যবসা চালিয়ে গেলেও জেলা ও উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তারা নগদ নারয়নে তুষ্ট হয়ে নীরব ভুমিকা পালন করছেন।

কৃষকরা জানান, কৃষি কর্মকর্তাদের কাছে দোকানের বীজের মান ও অনিয়মের অভিযোগ দিলেই কৃষি কর্মকর্তাদের ঘুষের রেট রেড়ে যায়। বীজ বিক্রেতাদের নানা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে ঝিনাইদহের কৃষি বিভাগ তুষ্ট থাকেন বলে কথিত আছে।

হরিণাকুন্ডুর উপজেলার পায়রাডাঙ্গা গ্রামের কৃষক মিজানুর রহমান ও হাফিজুর রহমান অভিযোগ করেন, গত মৌসুমে তারা সরকারি পেয়াঁজের বীজ নিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। সরকারি পাওয়া বীজে চারা গজায়নি। মহেশপুর উপজেলার পাঁচলিয়া ইউনিয়নের ভুট্টাচাষী শ্যামল বিশ্বাস জানান, শহরের বড় বড় দোকান থেকে বীজ কিনে রোপন করেছি। কিন্তু বীজের কাক্সিক্ষত অঙ্গুরোদগম হয়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ঝিনাইদহ শহরের শহিদ বীজ ভান্ডারের মালিক শহিদুল ইসলাম শহিদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমি ব্যবসা করে আসছি। যেসব অভিযোগ উঠেছে, তার কোনো ভিত্তি নেই।

অন্যদিকে কপির মানহীন চারা সরবরাহের অভিযোগ থাকা সত্বেও হাসান

বীজ ভান্ডারের মালিক হাসান আলী জানান, যারা অভিযোগ করেছেন তাদের ২ জনকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। তাছাড়া আমার সকল কাগজপত্র ঠিক আছে।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় জানান, বীজ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নিদ্দিষ্ট বিভাগ রয়েছে। যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা নেবো।

ঝিনাইদহ জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশ মানহীন বীজে বাজার সয়লাব প্রসঙ্গে জানান, বীজ প্রতয়ন অফিস ধান, গম ও আলুর বীজের প্রত্যয়ন দিয়ে থাকে। এখানে আইনের কিছু ঘাটতি আছে। সবজি বীজের মান ঘোষণা করতে হলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ল্যাব থাকতে হবে। এবং সেখানেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বীজ বাজারজাত করতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ল্যাব নেই। তবে কোন বীজের দোকানের বিরুদ্ধে যদি নিদর্◌িৃষ্ট অভিযোগ থাকে, তাহলে আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপন

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়।

পরে সেখান থেকে ওয়াকাথন প্রতিযোগীতা শুরু হয়। প্রতিযোগীরা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে ২ কিলোমিটার দুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে মিলিত হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক

মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

সেসময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মমিনুর রহমান, সদর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিকী ও জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা শেষে ওয়াকাথন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সেসময় সরকারি, বেসরকারী কর্মকর্তাসহ প্রতিবন্ধীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের হাটগোপালপুর বাজার নামক এলাকায় বাসের ধাক্কায় লিয়াকত আলী (৬০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের হাটগোপালপুর বাজারের পাওয়ার হাউজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালক লিয়াকত আলী হরিশংকর গ্রামের মৃত শাহজাহান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, আজ বৃৃহস্পতিবার সকালে কোদালিয়া গ্রাম থেকে ভ্যানযোগে দুই শিশুকে নিয়ে হাটগোপালপুর মর্নিং সান কিন্ডারগার্ডেনে যাচ্ছিল ভ্যানচালক লিয়াকত আলী। পথে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের হাটগোপালপুর বাজারের পাওয়ার হাউজের সামনে পৌঁছালে মুজিবনগর থেকে ছেড়ে আসা কুয়াকাটাগামী নিউ মর্ডান একপ্রেস ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৯৫৫৪ নাম্বারের একটি বাস ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, দুর্ঘটনার পর

বাসটি আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা আল-মামুন জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে বাসের ড্রাইভার, সুপারভাইজার ও হেলপার পালিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে এথনও কেউ মামলা করেনি। তবে মামলা করলে আইনগত ব্যবস্তা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে উলামা মাশায়েখ ও শুরায়ী নেজাম তাবলীগের সংবাদ সম্মেলন

টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমায় বর্বরোচিত হামলা ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলার উলামা মাশায়েখ ও শুরায়ী নেজাম তাবলীগের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারী) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা মারকায মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ঝিনাইদহ জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি আরিফ বিল্লাহ কাসেমী বলেন, গত ১৭ ডিসেম্বর রাতে সারাদেশ থেকে জড়ো হওয়া সাদপন্থী সন্ত্রাসীরা টঙ্গী কামারপাড়া ব্রীজের উত্তর পশ্চিমে কোণের টিনের গেট ভেঙ্গে আমাদের ঘুমন্ত, তাহাজ্জুদ নামাজরত সাথীদের উপর ছুরি, রামদা, হকিস্টিক, বাঁশের লাঠি নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ৪ জন সাথীকে শহীদ করে। শত শত সাথীকে আহত করে এবং অনেক কে গুম করে। দুইজনকে গলা কেটে হত্যা করে। এমনকি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত আমাদের সাথীদের উপরেও হামলা চালায়।

ইতিপূর্বে ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর এই সাদপন্থী সন্ত্রাসীরা দিনের হামলা চালিয়ে সহস্রাধিক সাথীকে আহত ও পঙ্গু করেছিল। তারা সেদিন

বিশ্ব ইজতেমাকে ভন্ডুল করতে চেয়েছিল। এবারও তারা ইসরাইলের মোসাদ এবং ভারতের ‘র’ এর নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ইজতেমাকে ভন্ডুল করার জন্য কৌশল পরিবর্তন করে রাতের অন্ধকারে হামলা চালায়। তারা রাতের অন্ধকারে হামলা চালাবে এটা তাদের আগে থেকে পরিকল্পনা করা ছিল। গত ৭ ডিসেম্বর হামলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মাল-সামানা বিশেষভাবে উপর নীচের সামিয়ানা, টর্চলাইট, হ্যান্ডমাইক, শুকনা চিড়া-মুড়ি সাথে নিয়ে আসবেন বলে তার ঘোষণা দেয়। আমরা আজ পর্যন্ত কখনো শুনি নাই ইজতেমার ময়দানে টর্চলাইট ও হ্যান্ডমাইকের প্রয়োজন হয়। ২০১৮ সালের এবং ২০২৪ সালের হামলা ও হত্যাকান্ড একইসূত্রে গাঁথা।

শুধু সময়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। প্রয়োজনে তারা এই হামলা এবং এই হত্যাকান্ড বার বার ঘটাবে। লেবাসধারী মুসলমান থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে দ্বীন থাকবে না। এই চক্রন্ত বস্তবায়নের জন্য তারা অর্থের বিনিময়ে আজ মাঠে নেমেছে। বাংলাদেশকে তারা প্রথম টার্গেট করেছে। কারণ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় ইজতেমা হয়। বাংলাদেশের মানুষ অধিক পরিমাণে তাবলীগ করে। তাবলীগকে পছন্দ করে। এই দেশের ইজতেমাকে বন্ধ করতে পারলে, ধ্বংস করতে পারলে পুরা বিশ্বে এর প্রভাব পড়বে। যারা মুসলমান হয়ে বিনা কারণে আরেক মুসলমান ভাইকে আঘাত করে, ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে, জবাই করে হত্যা করে তারা কখনই ইসলামের দাওয়াত দিতে পারে না, তারা দাওয়াতের মেহনত করার যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না, তারা খুনী সন্ত্রাসী। আবারো বলছি তারা খুনী সন্ত্রাসী, তাদের হিংস্রতা, বর্বরতা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দেশে-বিদেশে ইসলাম, মুসলমান এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে নষ্ট করছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুর রউফ, কে.সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহীনুর ইসলাম, ডাকবাংলা আব্দুর রউফ ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ওলিয়ার রহমান, ওজোপাডিকো ঝিনাইদহ এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল জলিল কে অনতিবিলম্বে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ঝিনাইদহ জেলা হতে ডা. আব্দুর রউফের নেতৃত্বে টঙ্গী ময়দানে হামলায় অংশগ্রহণকারী সাদপন্থী খুনী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন তাবলীগের সাথী আলমগীর হোসেন, মোঃ আব্দুল হামিদ আব্দুল, আব্দুল করিম, আব্দুস সালাম ও এলাকার সাবেক কাউন্সিলর মোঃ আক্তারুজ্জামান।

ঝিনাইদহে পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহে পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পিঠা উৎসব, পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা মানবধিকার সংস্থার সভাপতি সাবেক অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রোমেনা বেগম, এ্যাড. নাছির উদ্দিন, সাংবাদিক ফয়সাল আহমেদ, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, সিডিপির কো-অডিনেটর পারভিন নাহার, ঝিনাইদহ ল্যাবলেটরি স্কুলের পরিচালক ইছাহাক আলী, সামাজিক সংগঠনের আহবায়ক গাউস গোরকী, হেব্বী গ্রুপের পরিচালক জিহান লেমন, সাংবাদিক লোটাস রহমান সোহাগ, বসির আহাম্মেদ, পদ্মা ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভের সভাপতি শাহিন আলম সায়েম, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার প্রশিক্ষক সোহানা খাতুন, নারী উদ্যোক্তা রত্মা খাতুন ও উদ্যোক্তা আনোয়ার পারভেজ মাসুমসহ অন্যান্যরা।

ঝিনাইদহে জাতীয় পার্টির ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে জাতীয় পার্টির ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। সংগঠনটির জেলা শাখার আয়োজনে বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব

মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মেজর (অব:) মোঃ মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল ইসলাম বাচ্চু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ উদ্দিন লাভলু দপ্তর সম্পাদক অরবিন্দ বিশ্বাস, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক পার্টির আহবায়ক কবির উদ্দিন, জেলা জাতীয় পার্টির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সুলতান আহমেদ সোহাগ, জেলা জাতীয় তরুণ পার্টির সদস্য সচিব আক্তারুজ্জামান ও সদর উপজেলা জাতীয় পাটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান অটোসহ হরিণাকুন্ডু, মহেশপুর, কোটচাদপুর, কালীগঞ্জ ও শৈলকুপা উপজেলার জাতীয় পাটির ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা, গণতন্ত্রের চর্চা ও সুষ্ঠু ধারার রাজনীতি করতে সকলকে জাতীয় পাটির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

পরে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও বর্তমান চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও মা সমাবেশ

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, প্রঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে মা সমাবশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় “বাংলাদেশকে বদলাই, বিশ্বকে বদলাই” এই শ্লোগানে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রোকসানা পারভীনের সভাপতিত্বে এবং সহকারী শিক্ষক জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় মা

সমাবশে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও সাংবাদিক মোঃ শাহানুর আলম, এছাড়া সাবেক প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, অভিভাবক অহিদুল ইসলাম সেল্টু, চামেলি খাতুন, সহকারী শিক্ষক লাউজু ফারহানা ও লাইজু পারভীনসহ অন্যান্যরা। অতিথিরা শিক্ষার্থী এবং মা’দের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেণ। সমাবেশে শিক্ষার্থী, তাদের মা ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ অংকুরের আয়োজনে গতকাল রাতে স্থানীয় প্রান্তিক কনভেনশন হলে এ সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অংকুরের সহ-সভাপতি ও এরিনা এগ্রো কেয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জিয়াউল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অংকুরের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অংকের সভাপতি মসলেম আলী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিও এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল আলম, অংকুরের সহ-সভাপতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আহসান হাবীব রওনক, নাট্য ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব জয়নাল আবেদীন, হায়দার আলী, সাংবাদিক সাজ্জাদ আহমেদ ।

বক্তাগন বলেন,প্রথমে নিজ নিজ বাড়ি থেকে প্রত্যেক অভিভাবককে তার

সন্তানদের বুঝাতে হবে ও সচেতনতা করে গড়ে তুলতে হবে, নইলে অনলাইন জুয়া খেলা বন্ধ করা সম্ভব না। তাই এখন থেকেই প্রত্যেক অভিভাবক কে সচেতন হতে হবে।